গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৫ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mos.gov.bd

স্মারক নং-১৮.০০.০০০০.০৩১.১৪.০০৩.১৮/১৫১ তারিখঃ ২৮ আগস্ট ২০১৮

বিষয়ঃ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তরান্বিতকরণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১২/০৮/২০১৮ তারিখে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তরান্বিতকরণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্সংঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ১ (এক) পৃষ্ঠা।

মোঃ আরিফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৪৫০৯৮

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)ঃ

১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, ফেয়ারলী হাউজ, শাহবাগ, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, আল-আমিন মিলিনিয়াম টাওয়ার, লেভেল-৭, ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা।
৪। জনাব মোঃ আতাহার আলী, প্রকল্প পরিচালক, ''১০টি ড্রেজার, ক্রেনবোট, টাগবোট, অফিসার্স হাউসবোট ও ক্রু-হাউসবোটসহ অন্যান্য সহায়ক সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি সংগ্রহ'' শীর্ষক প্রকল্প, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৫। জনাব মোঃ জিয়াউল ইসলাম, প্রকল্প-পরিচালক, ''পুরাতন ডাম্ব ফেরি প্রতিস্থাপনকল্পে ২টি কে-টাইপ ফেরি নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্প, বিআইডব্লিউটিসি, ফেয়ারলী হাউজ, শাহবাগ, ঢাকা।
৬। জনাব মোঃ শওকত সরদার, প্রকল্প পরিচালক, ''ঢাকা-বরিশাল-খুলনা নৌ-রুটে পরিচালনার জন্য ২টি নতুন যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্প, বিআইডব্লিউটিসি, ফেয়ারলী হাউজ, শাহবাগ, ঢাকা।
৭। জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, প্রকল্প-পরিচালক, ''পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদি'' পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, আল-আমিন মিলিনিয়াম টাওয়ার, লেভেল-৭, ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা।
৮। জনাব মোঃ ইয়াছিন চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এফএমসি ডকইয়ার্ড লিমিটেড, এফএমসি হাউজ # ৩, রোড # ১১০২৫/১০, হিলিভিউ হাউজিং সোসাইটি, পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
৯। জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, থ্রি এঞ্জেল মেরিন লিমিটেড, ১১৪ সি/এ (লেভেল-১৪), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
১০। জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নিউ ওয়েষ্টার্ণ মেরিন শিপবিল্ডার্স লিমিটেড, এইচ.বি.এফ.সি বিল্ডিং (৫ম তলা) ১/ডি, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম-৪১০০।
১১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আনন্দ শিপইয়ার্ড লিমিটেড, আনন্দ গ্রুপ (৯ম তলা) ১০/১, সিটি হার্ট, ৬৭ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।

অনুলিপিঃ

১। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (তাঁকে সভার কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২। অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। যুগ্ম-প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। উপ-প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৫ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়ঃ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তরান্বিতকরণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ	জনাব ভোলানাথ দে, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সভার তারিখঃ	১২/০৮/২০১৮ ইং
সময়ঃ	দুপুর ০২.০০ ঘটিকা
স্থানঃ	মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ
উপস্থিতিঃ	পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য।

০২। আলোচনাঃ

সভাপতি সভার শুরু তে সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি যুগ্ম-প্রধানকে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনার জন্য অনুরোধ জানান। যুগ্ম-প্রধান সভাকে জানান, বিআইডব্লিউটিসি, বিআইডব্লিউটিএ ও পায়রা বন্দরের বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি অত্যন্ত শ্লথ। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো সময়ানুযায়ী কাজ না করার কারণে প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়নে বিলম্ব হচ্ছে। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে (Cost overrun) সময় বৃদ্ধি পাচ্ছে (Time overrun)। এছাড়া সময়মত প্রকল্প সমাপ্ত না হওয়ায় সরকার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তিনি বলেন বিআইডব্লিউটিএ এর ১টি প্রকল্প, বিআইডব্লিউটিসি'র ২টি প্রকল্প ও পায়রা পোর্ট এর ১টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উল্লেখিত উল্লেখ্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি বদ্ধ হয়। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলোর (এফ এম সি ডক ইয়ার্ড লিঃ, থ্রি এঞ্জেল মেরিন লিমিটেড, নিউ ওয়েষ্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড লিঃ ও আনন্দ শিপইয়ার্ড লিঃ) প্রাতিষ্ঠানিক অক্ষমতা, Classification Society এর সাথে অসম্পৃক্ততা ও রিসোর্সের অপ্রতুলতা রয়েছে।

০৩। বিআইডব্লিউটিসি এর চেয়ারম্যান বলেন, চট্টগ্রাম-সন্দীপ-হাতিয়া-বরিশাল উপকূলীয় রূটে দক্ষ যাত্রীবাহী সার্ভিস পরিচালনার লক্ষ্যে যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৭০০ জন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণের জন্য ২৩/১২/২০১৫ তারিখে এবং ৫০০ জনধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ সরবরাহের জন্য ০২/০২/২০১৬ তারিখ থ্রি এঞ্জেল মেরিন লিমিটেড ও FMC ডকইয়ার্ড লিমিটেডের সাথে পর্যায়ক্রমে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ২২/০৮/২০১৭ তারিখের মধ্যে থ্রি এঞ্জেল ও ০১/১০/২০১৭ তারিখের মধ্যে FMC এর জাহাজ সরবরাহের কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত ৬০% কাজ হয়েছে এবং জুন ২০১৯ এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে। থ্রি এঞ্জেল মেরিন লিমিটেড এর প্রতিনিধি জানান নির্মাণ কাজে বেশ কিছু প্রতিকুলতা ছিল, Classification Society এর চাহিদামত শিপইয়ার্ডের মান উন্নয়ন করা হয়েছে। ৫০০ জন ধারণ ক্ষামতা সম্পন্ন জাহাজের ইঞ্জিন ৩০ অক্টোবর ২০১৮ এর মধ্যে বেলজিয়াম হতে FMC ডকাইয়ার্ডে এসে পৌছবে। "ঢাকা-বরিশাল-খুলনা অভ্যন্তরীণ নৌরুটে ২টি নতুন যাত্রীবাহী জাহাজ সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পের পরিচালক জানান, ৭২২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ওয়েষ্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড এর সাথে ০১/০৬/২০১৬ তারিখে লট-১ এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তে জাহাজ সরবরাহের কথা ছিল এবং ১৯/১২/২০১৬ তারিখে লট-২ এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা আগস্ট, ২০১৮ তে সরবরাহ করার কথা ছিল। লট-১ এর অগ্রগতি ৯৪.৬%; ইঞ্জিন স্থাপন ও ফিনিশিং বাকি আছে। ওয়েষ্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ডের প্রতিনিধি জানান লট-১ ও লট-২ এর কাজের অগ্রগতি প্রায় সমান। লট-১ ডিসেম্বর, ২০১৮ এর মধ্যে সরবরাহ করতে পারবে কিন্তু লট-২ এর জন্য এপ্রিল, ২০১৯ পর্যন্ত সময় প্রয়োজন। যুগ্ম-প্রধান বলেন এই প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে।

০৪। বিআইডব্লিউটিএ এর চেয়ারম্যান বলেন "১০টি ড্রেজার, ক্রেন বোট টাগ বোট, অফিসার্স হাউজবোর্ট ও ক্রু-হাউজবোর্টসহ অন্যান্য সহায়ক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য থ্রি এঞ্জেল মেরিন লিমিটেড এর সাথে বিআইডব্লিউটিএ চুক্তি স্বাক্ষর করে। ড্রেজার গুলোর মধ্যে ৯৫% কাজ শেষ হয়েছে। ৬টি এ্যালুমিনিয়াম বোটের মধ্যে ৩টি তে Multibeam ecosounder এখনো পাওয়া যায় নি। মাদারীপুর শীপ পার্সোনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এর ট্রেনিং শিপের ইঞ্জিন, জেনারেটর এখনো পাওয়া যায়নি। প্রকল্পটি এপ্রিল, ২০১৯ এ শেষ হবে। এ বিষয়ে থ্রি এঞ্জেল মেরিন লিমিটেড এর প্রতিনিধি জানায় L/C খুলতে দেরি হয়েছে এবং জাহাজের Class Change হওয়ায় বিলম্ব হয়েছে। ১২ টি ইঞ্জিন ডকইয়ার্ডে পৌঁছেছে, তবে যথাসময়ে দিতে পারবে বলে আশা প্রাকাশ করেন।

০৫। পায়রা পোর্টের চেয়ারম্যান বলেন "পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় টাগ বোট সরবরাহের জন্য সময়সীমা ২৩/০৪/২০১৮ ছিল, পরে ২৩/১০/২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ওয়েষ্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ডের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী যথাসময়ে পন্য সরবরাহ করতে পারবে না ইঞ্জিন এখনো আসেনি । ফেব্রুয়ারী ২০১৯ পর্যন্ত সময় প্রয়োজন হবে। আনন্দ শিপইয়ার্ড লিঃ এর প্রতিনিধি জানান ডিজাইনে সময় বেশি লেগেছে বিধায় জহাজ সরবারাহে দেরি হচ্ছে। যে কোম্পানির সাথে ইঞ্জিন সরবরাহের চুক্তি করেছিল, সেই কোম্পানি বিক্রি হয়ে গেছে। নতুনভাবে তাদের ইঞ্জিন এর জন্য চুক্তি করতে হয় বিধায় সময় বেশি লেগেছে। নভেম্বর, ২০১৮ তে পিএসআই সম্পন্ন হবে। অক্টোবর, ২০১৮ তে পায়রা পোর্টের সাথে আনন্দ শিপইয়ার্ডের চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে বিধায় চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির অনুরোধ করেন। সভাপতি বলেন চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি সংস্থার এখতিয়ার। কিন্তু এসকল কারণে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হলে ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবান করতে হবে।

০৬। সিদ্ধান্তসমূহঃ সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড কর্তৃক "ঢাকা-বরিশাল-খুলনা অভ্যন্তরীণ নৌরুটে ২টি নতুন যাত্রীবাহী জাহাজ সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পের লট-১ ডিসেম্বর, ২০১৮ এবং লট-২ এপ্রিল, ২০১৮ এর মধ্যে সরবরাহ করবে।

(খ) সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গুলোর অগ্রগতি এবং মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য দ্রুত স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবানের জন্য সংস্থাগুলো প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

(গ) ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো যথাসম্ভব দ্রুত চুক্তির সীমার মধ্যে পণ্য সরবরাহ করবে।

20/08/18

ভোলানাথ দে
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়